বণিক বার্তা ২৯ মে, ২০২২

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গতকাল ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের যাত্রা ও প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বই হাতে অতিথিরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

বিআরসির যাত্রা অনুষ্ঠানে বক্তারা

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে উন্নয়নের ধ্যান-ধারণা ঠিকমতো পৌঁছে দেয়া হয়নি। শুধু তা-ই নয়, তাদের জীবন-জীবিকার উপযোগী যে ধ্যান-ধারণাগুলো ঈষৎ পরিবর্তন করে দেয়ার কথা ছিল, সরকারের পক্ষ থেকে সেভাবে চিন্তাও করা হয়নি। বাংলাদেশের উন্নয়নে অনেক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনা না নিয়ে উল্টো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বাদ পড়া জনগোষ্ঠীগুলোর সুরক্ষায় নিবেদিত ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের (বিআরসি) যাত্রা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের যাত্রা ও প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বাদ পড়া জনগোষ্ঠীগুলোর কল্যাণে নিবেদিত দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠান ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার আনুষ্ঠানিক যাত্রা করল।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রান্তিক ও বাদ পড়া, হতদরিদ্র, সীমাহীন সমস্যা ও দুর্ভোগে জর্জরিত, অদৃশ্য ও পিছনে পড়ে থাকা জনগোষ্ঠীগুলো নিয়ে কাজ করছে। এ দুই সংগঠনের উদ্যোগে যাত্রা করেছে বিআরসি।

ব্র্যাক বাংলাদেশের চেয়ারপারসন ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে কানাডার হাইকমিশনার ড. লিলি নিকোলস, বাংলাদেশে ইইউ ডেলিগেশনের ডেপুটি হেড অব মিশন জেরেমি ওপ্রিটেসকো, নিজেরা করির সমন্বয়ক খুশী কবির, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ও আজকের পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম রহমান প্রমুখ। সারা দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে সেডের পরিচালক ফিলিপ গেইন বলেন, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট যাত্রা করেছিল ১৯৯৩ সালে। আজকে যে রিসোর্স সেন্টারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা, তার কাজ তখন শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ যে প্রান্তিক ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে বাদ পড়া মানুষের জন্য এ ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার, তাদের নিয়ে সেড কাজ শুরু করেছিল সেই ১৯৯৩ সালে। পার্থক্য হলো, তখন আমরা কাজ শুরু করেছিলাম আদিবাসী জাতিসত্তাগুলো, অরণ্যচারী মানুষ, বন বিনাশের নানা বিষয় ও পরিবেশ নিয়ে।

তিনি আরো বলেন, পরবর্তী সময়ে আমাদের চিন্তা ও কাজের পরিধি বেড়েছে। আমরা সেড থেকে পরবর্তী সময়ে চা শ্রমিক ও যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করতে থাকি। তবে গত ১০ বছরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলো থেকে বেদে, হরিজন, ঋষি, কায়পুত্র, জলদাস, বিহারি জনগোষ্ঠী যুক্ত হয়। এরা সব মিলিয়ে ছয় মিলিয়ন বা ষাট লাখ মানুষ। এদেরকেই আমরা বলছি ব্রাত্যজন।

প্রথম আলো ২৯ মে, ২০২২

উন্নয়ন নীতি এখন প্রান্তিকের আর্থিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক

অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের উন্নয়নে অনেক নীতি নেওয়া হয়েছে, যা প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। সরকারের উন্নয়নের ধ্যানধারণা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়নি। ফলে তারা দরিদ্র বা প্রান্তিকই থেকে গেছে।

গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের (বিআরসি) যাত্রা শুরু অনুষ্ঠান এবং প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

বিআরসির গবেষণা ও রিসোর্স উপদেষ্টা হিসেবে আছেন পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী সভাপতি হোসেন জিল্লুর রহমান। আর বিআরসির কর্মসূচি পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন ফিলিপ গাইন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রান্তিক ও বাদ পড়া জনগোষ্ঠীর সদস্যরা সেবা দেওয়ার জন্য সরকারি-বেসরকারি কয়েক শ প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। কিন্তু তাঁদের ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের অভাবে তাঁরা অদৃশ্য থেকে যাচ্ছেন। তাঁদের অবস্থা ও সমস্যা নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে গোষ্ঠী ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়ন এবং তাঁদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে চলবে বিআরসির কার্যক্রম।

অনুষ্ঠানে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে অনেক উন্নয়ন নীতি নেওয়া হয়েছে, যা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা অনেকাংশে পাহাড়, বন ও নদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এই সংবেদনশীলতা এখনো সেভাবে তৈরি হয়নি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে 'নিজেরা করি'র সমন্বয়ক খুশী কবির বলেন, সামনে জনশুমারি হচ্ছে। সেখানে যেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ ভালোভাবে অন্তর্ভুক্ত হন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের যাত্রা শুরু ও প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন হোসেন জিল্লুর রহমান। তাঁর পাশে অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা কথা বলেন। সাতক্ষীরা থেকে আসা ঋষি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও 'পরিত্রাণ'-এর নির্বাহী পরিচালক মিলন কুমার দাস বলেন, একসময় তাঁদের সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারত না। এখন পারে। তবে বিদ্যালয়ে কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও তাদের দিয়ে টয়লেট পরিষ্কার করানো হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেপুটি হেড অব মিশন জেরেমি অপ্রিটেসকো বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। আর প্রান্তিকীকরণ ও বৈষম্য নিরসনে সবার একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকোলস।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন হোসেন জিল্লুর রহমান। বক্তব্য দেন *আজকের পত্রিকার* সম্পাদক গোলাম রহমান ও ফিলিপ গাইন।

বক্তব্যে ফিলিপ গাইন বলেন, প্রান্তিক ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে বাদ পড়া মানুষদের নিয়ে ব্রাত্যজন কাজ করা শুরু করেছিল ১৯৯৩ সালে। বর্তমানে এসব মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ। ব্রাত্যজনদের কথাই বলবে বিআরসি।

The Daily Star 29 May, 2022

Include them in govt census

Say speakers on under-represented minorities

STAFF CORRESPONDENT

Various under-represented minorities of the country have been facing discrimination and marginalisation. Due to lack of government census data on them and proper recognition, these people, most of whom are ultra-poor, are now in crisis.

Speakers expressed this concern yesterday in the launching ceremony of Brattyajan Resource Centre (BRC), a centre dedicated to conduct research on exclusion and marginalisation challenges in Bangladesh.

On the same day, BRC and Society for Environment and Human Development (SEHD) published 11 books and monographs on Bangladesh's marginalised communities.

Phillip Gain, director of SEHD, said, "Monthly salary of a cleaner from the Harijan community is only Tk 550 in Sreemangal municipality. They are not even allowed to dine in the nearby restaurants."

Gain said the government does not have reliable data on marginalised groups.

Eminent economist Prof Wahiduddin Mahmud said compared to neighbouring countries, income inequality is comparatively low in Bangladesh. However, this fact is not applicable for minorities.

"Even our development policies and plans do not include these communities. As a result, sometimes what we consider as development projects, turn out to be a threat to their survival," he said.

Lilly Nicholls, high commissioner of Canada to Bangladesh; Prof Tanzimuddin Khan of international relations department at DU; Dr Hossain Zillur Rahman, executive chairperson, Power and Participation Research Centre; activist Khushi Kabir; and Jeremy Opritesco, deputy head of diplomatic mission, EU Delegation, were also present.

The Business Standard 29 May, 2022

Govt lacks proper planning to uplift the marginalised: Prof Wahiduddin

ECONOMY - BANGLADESH

TBS REPORT

Brattyajan Resource Centre officially starts its journey for the welfare of marginalised people in the country

WAHIDUDDIN MAHMUD

The government has failed to adopt proper initiatives and ideas for improving the livelihoods of the marginalised populations, said eminent economist Wahiduddin Mahmud.

The disadvantaged and vulnerable quarters are lagging behind the common citizens because of this policy failure, he observed while addressing a programme arranged on the occasion of the official launch of the Brattyajan Resource Centre (BRC) at Cirdap auditorium in the capital on Saturday.

"Besides, the idea of development has not been properly preached to these groups. The government has not done anything to tweak the mindset of these people in order to change their thoughts and notions conducive to their livelihood," Wahiduddin said.

Many projects have been taken up for the development of the country, but the economic development of the marginalised people has been hindered by a lack of proper planning, he maintained.

The economist went on to say, "We often talk about protecting the environment but the livelihoods of the marginalised are closely linked to forests, rivers, and hills. We also talk about meeting the sustainable development goals (SDGs) which include protecting the environment and improving the living standards of these people."

He urged the government to make appropriate plans and implement them for the betterment of the disempowered people of Dalit, Harijan, Rishi and the third-gender communities.

Backed by the Society for the Environment and Human Development (SEHD), and the Power and Participation Research Centre (PPRC), Brattyajan Resource Centre has started its journey for the welfare of marginalised people of Bangladesh.

Presenting the keynote article at the event, Philip Gain, director of SEHD, said, "The SEHD started its journey in 1993, but launched its resource centre today.

Over the years, the scope of our thoughts and activities has expanded a lot. We are now working with tea garden workers and sex workers."

"In the last 10 years, Bede, Harijan, Rishi, Kayputra, Jaldas, and Bihari communities have been added to the marginalised community that includes 60 lakh people. We are calling them 'Brattyajan'."

Hossain Zillur Rahman, chairperson of Brac Bangladesh, chaired the event, also attended by Lilly Nicholls, high commissioner of Canada to Bangladesh; Jeremy Opritesco, deputy head of mission, EU delegation to Bangladesh; and others.

A total of 11 research books of the BRC on different marginalised groups of people were unveiled at the event.

আজকের পত্রিকা ২৯ মে, ২০২২

‘প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনায় মনোযোগ নেই’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা নিতে সরকারের ব্যর্থতা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। গতকাল শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের (বিআরসি) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য যে ধরনের উন্নয়নের ধ্যানধারণা নেওয়া উচিত ছিল, সরকার সেদিকে মনোযোগ দেয়নি বলেই তাঁরা এখনো সাধারণ নাগরিকদের চেয়ে পিছিয়ে আছেন বলে মত ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনা না নিয়ে উল্টো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে বলেও যোগ করেন তিনি।

> বেদে, হরিজন, ঋষি, কায়পুত্র, জলদাস, বিহারি জনগোষ্ঠীকে ব্রাত্যজন বলছে বিআরসি।

ড. মাহমুদ বলেন, ‘আমরা যে এসডিজির লক্ষ্য পূরণের কথা বলছি, সেখানে পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।’

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেডের পরিচালক ফিলিপ গাইন। তিনি বলেন, ‘আমরা সেড থেকে চা শ্রমিক ও যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করতে শুরু করি। তবে ১০ বছরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহ থেকে বেদে, হরিজন, ঋষি, কায়পুত্র, জলদাস, বিহারি জনগোষ্ঠী যুক্ত হয়। এরা সব মিলিয়ে ৬ মিলিয়ন বা ৬০ লাখ মানুষ। তাঁদেরকেই আমরা বলছি ব্রাত্যজন।’

ব্র্যাক বাংলাদেশের চেয়ারপারসন ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে কানাডার হাইকমিশনার ড. লিলি নিকোলাস, বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ডেলিগেশনের ডেপুটি হেড অব মিশন জেরেমি ওপ্রিটেসকো, আজকের পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রহমান, নিজেরা করির সমন্বয়ক খুশী কবির প্রমুখ। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।